

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

26850 - মাস শুরু হওয়ার একদিন বা দুইদিন আগে থেকে রমযানরে রোযা রাখার নষিধোজ্জ্ণা

প্রশ্ন

আমি শুনছি যে, রমযানরে আগে রোযা রাখা জায়যে নয়; এ কথা কিসঠকি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শাবান মাসরে দ্বিতীয় অর্ধাংশে রোযা রাখা নষিধে মর্মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কছি হাদিসি উদ্ধৃত হয়ছে। তবে দুই অবস্থা ব্যতীত:

এক. যে ব্যক্তরি রোযা রাখার বশিষে কোন অভ্যাস আছে। যমেন— যে ব্যক্তরি অভ্যাস হচ্ছে প্রতিসোমবার ও প্রতি বৃহস্পতিবারে রোযা রাখা; সে ব্যক্তি এ দুইদিন রোযা রাখতে পারবনে; এমনকি সটো যদি শাবান মাসরে দ্বিতীয় অর্ধাংশে পড়ে তবুও।

দুই. যদি কটে শাবান মাসরে প্রথম অংশে সাথে দ্বিতীয় অংশেও লাগাতরভাবে রোযা রাখা। সটো এভাবে যে, শাবান মাসরে প্রথমার্ধে রোযা শুরু করে রমযান শুরু হওয়া পর্যন্ত রোযা অব্যাহত রাখা। এটি জায়যে। আরও জানতে দেখুন [13726](#) নং প্রশ্নোত্তর।

এ সংক্রান্ত হাদিসগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা রমযানরে একদিন কিংবা দু দিন আগে থেকে রোযা রাখা শুরু করবো না। তবে কারো যদি রোযা রাখার বশিষে কোন অভ্যাস থাকে তাহলে সে সদিনে রোযা রাখুক।” [সহিহ বুখারী (১৯১৪) ও সহিহ মুসলিম (১০৮২)]
- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যখন শাবান মাসরে অর্ধেক পার হয়ে যায় তখন তোমরা আর রোযা রখে না।” [সুনানে আবু দাউদ (৩২৩৭), সুনানে তরিমযিহি (৭৩৮) ও ইবনে মাজাহ (১৬৫১) এবং আলবানী ‘সহিহুত তরিমযিহি’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইমাম নববী বলেন:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তোমরা রমযানরে একদনি কহিবা দু'দনি আগতে থেকে রোযা রাখা শুরু করবে না। তবে কারো যদি রোযা রাখার বিশেষ কোন অভ্যাস থাকে তাহলে সে সদিনি রোযা রাখুক।” –র মধ্য রমযানরে একদনি বা দু'দনি আগতে থেকে রোযা শুরু করার ব্যাপারে স্পষ্ট নযিধোজ্জায়া রয়েছে। তবে, ঐ ব্যক্তির জন্য নয়— যার বিশেষ অভ্যাসগত রোযা এ দিনরে মধ্য পড়বে কহিবা এর আগতে থেকে সে লাগাতরভাবে রোযা রেখে আসবে। যদি কউে এর আগতে থেকে রোযা রেখে না আসে কহিবা তার বিশেষ অভ্যাসগত রোযাও না হয় তাহলে এ সময়ে রোযা রাখা হারাম।[সমাপ্ত]

- আম্মার বনি ইয়াসরি (রাঃ) বলেন: “যে ব্যক্তি এমন দিনে রোযা রাখল যে দিনটি নিয়ে মানুষ সন্দহে রয়েছে সে আবুল কাসমেরে (নবীর) অবাধ্য হল।”[সুনানে তরিমযি (৬৮৬), সুনানে নাসাঈ (২১৮৮)] আরও জানতে দেখুন: 13711 নং প্রশ্নোত্তর।

হাফযে ইবনে হাজার ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থে বলেন:

এ উক্তটি দিয়ে সন্দহেরে দিনি রোযা রাখা হওয়ার পক্ষে দলিল দেওয়া হয়। কেননা এমন কথা সাহাবী নজি অভিমত থেকে বলতে পারেন না।[সমাপ্ত]

সন্দহেরে দিনি হল— শাবান মাসরে ৩০ তারিখি; যহেদিনি আকাশে মঘে থাকার কারণে চাঁদ দেখা যায়নি। এ দিনটিকে সন্দহেরে দিনি বলার কারণ হল, এ দিনটিকে শাবান মাসরে ৩০ তারিখি; নাকি রমযান মাসরে ১ তারিখি সটো নিয়ে সন্দহে হওয়া।

তাই সেই দিনি রোযা রাখা হারাম। তবে, কারো অভ্যাসগত রোযা এ দিনে পড়ে গেলে তার জন্যে হারাম নয়।

ইমাম নববী ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে (৬/৪০০) সন্দহেরে দিনি রোযা রাখার হুকুম সম্পর্কে বলেন:

আর যদি কউে এই দিনি নফল রোযা রাখতে; যদি এ নফল রোযার বিশেষ কোন কারণ থাকে; যমেন—কারো অভ্যাস হল সারা বছর রোযা রাখা কহিবা কারো অভ্যাস হল একদনি রোযা রাখা, একদনি রোযা না-রাখা কহিবা কারো অভ্যাস হল সোমবাররে মত নরিদযিট কোন দিনে রোযা রাখা; আর সন্দহেরে দিনে তার রোযার দিনটি পড়ে তাহলে তার জন্যে রোযা রাখা জায়যে হবে। এ ব্যাপারে আমাদরে মাযহাবরে আলমেগণরে মধ্য কোন মতভদে নহে...। এর সপক্ষে দলিল হল আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিসি: “তোমরা রমযানরে একদনি কহিবা দু'দনি আগতে থেকে রোযা রাখা শুরু করবে না। তবে কারো যদি রোযা রাখার বিশেষ কোন অভ্যাস থাকে তাহলে সে সদিনি রোযা রাখুক।” আর যদি তার রোযা রাখার বিশেষ কোন কারণ না থাকে তাহলে সেই দিনি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

রোযা রাখা হারাম।[পরমির্জতি ও সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন “তোমরা রমযানরে একদনি কথিবা দু দনি আগে থেকে রোযা রাখা শুরু করবে না।” হাদিসটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: আলমেগণ এ নযিধোজ্জ্গার ব্যাপারে মতভদে করছেন যে, এটি কি হারামসূচক নযিধোজ্জ্গা; নাকি মাকরুহসূচক নযিধোজ্জ্গা? সঠকি অভমিত হচ্ছ—এটি হারামসূচক নযিধোজ্জ্গা। বশিষে করে সন্দহেরে দনিরে ব্যাপারে।[সমাপ্ত][শারহু রয়াদুস সালহীন (৩/৩৯৪)]

পূর্বরে আলচোনার ভিত্তিতে শাবান মাসরে দ্বিতীয় অর্ধাংশরে রোযা দুই প্রকার:

১। শাবান মাসরে ১৬ তারখি থেকে ২৮ তারখি পর্যন্ত সময়রে মধ্যে রোযা রাখা। এটি মাকরুহ; তবে যে ব্যক্তরি বশিষে কোন অভ্যাস আছে সে ব্যক্তি ব্যতীত।

২। সন্দহেরে দনিরে রোযা রাখা কথিবা রমযানরে একদনি বা দুইদনি আগে রোযা রাখা। এটি হারাম; তবে যে ব্যক্তরি বশিষে কোন অভ্যাস আছে সে ব্যক্তি ব্যতীত।

আল্লাহই সর্বজ্জ্গ।